

# হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা

দিগন্ত বড়ুয়া

উত্তরীয় মেঘ :

ভিত সন্ত্রস্ত জীবন কার ভালো লাগে বলুন ? নিজ জন্মভূমিতে যদি কেউ প্রতিক্ষন উৎকঠায় কাটাতে হয় তার মনের অবস্থা কেউ কি ভেবে দেখেছেন ? আজকের বাংলাদেশে আমরা সংখ্যালঘুরা প্রতি মুহুর্তে কাটাই ভয়ে। কারন আমাদের জায়গা জমি জবর দখল হচ্ছে প্রতিদিন, আমাদের মা বোন মেয়ে ধর্ষিতা হচ্ছে প্রতিদিন, আমাদের ধন সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু জনগন ও সরকার, আমাদেরকে কারনে অকারনে খুন করা হচ্ছে প্রতিদিন। এই কথাগুলো যদি বিশ্বাস করতে না চান তো সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা পরিচালিত দৈনিক প্রথম আলো দেখুন, দেখুন আরো মুক্তবুদ্ধির দৈনিকী গুলো, আজ থেকে গত দুই বছরের । নাহয় না ভাবলেন আমাদের কথা কিন্তু একটু উপলব্ধি করে দেখুন, একজন সংখ্যালঘুর স্থানে নিজেকে বসিয়ে । বুঝতে পারবেন আমাদের অবস্থা, আমাদের দুঃখ। হ্যাঁ । এই কথা গুলো বলছি বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদেরকে । জনগত ভাবে আমি একজন বাংলাদেশী । একজন সংখ্যালঘু হয়ে বুঝতে পারি আমরা কি দুঃখে আছি বাংলাদেশে । আমাদের কথা কি কেউ একবার ভেবেছেন ? মনে হয়না ভেবেছেন। ভাবলে এমন কেন আমাদের অবস্থা ? কেউ বলবেন কি- বাংলাদেশের সংখ্যাগুরুরা ?

কারো ধর্মবিশ্বাসে আমার কোন সমস্যা হবার কথা নয়, যদি আমি একজন মানুষ হই। কারো ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আমার কোন কিছু বলার তো কথা নয়, যদি না আমার কোন ক্ষতি হয় কারো ধর্মবিশ্বাস দিয়ে ! যার যার ধর্ম সে সে পালন করুন , আমার কেন কিছু যাবে আসবে ? কখনো তো বলিনি কাউকে ধর্মান্তরিত হয়ে অন্য ধর্ম গ্রহন করতে, তবে এটা বলেছি আপনারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মুসলিমদের বেশীর ভাগ মানুষ অত্যাচারী, কোন একটা লেখায় এও লিখেছি আপনাদের দরকার আপনাদের ধর্ম বইটা সংশোধন করা। কেন বলেছিলাম তার কারন আমার সেই লেখায় ছিল । শুনুন বন্ধুরা, বাংলাদেশের একটি শিশু থেকে একজন বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটা সংখ্যালঘু আজকের দিনে বাংলাদেশের মুসলিম ধর্মীয় উন্মাদনার শিকার । এই কথা বাংলাদেশের শান্তিপিয় মুসলিমরা যেমন জানে তেমন সারা পৃথিবী জানে । শুধু জানতে পারছে না বিএনপি ও রাজাকার গ্রুপ, শুধু জানতে পারছেননা ও বুঝতে পারছেননা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাজাকারের দোষররা, শুধু জানতে পারছেননা বাংলাদেশের উন্মাদ মুসলিমরা । বাংলাদেশের সব মুসলিমকে আমি ঢালাও ভাবে দোষ দিচ্ছি না । আমি শুধু বলছি তাদেরকে, যাদের দ্বারা আমরা সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত তাদের। আপনারা মুসলিমরা বলে বেড়ান ইসলাম নাকি শান্তির ধর্ম। কাজে কারবারে কি প্রমান দিতে পেরেছেন ? ? আপনারা যদি শান্তিপিয় হোন তবে আমরা কেন এত অত্যাচারিত ? তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিক কেন আজ বাংলাদেশে ? শান্তির ধর্ম থেকে কি এই শিক্ষা নিলেন ? আমাদেরকে অত্যাচার করার ? শান্তির ধর্ম ইসলাম হলে আমাদেরকে জোর করে সর্বক্ষেত্রে অত্যাচার করছেন কেন ? কেউ কি বলবেন ?

একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি : ভিন্নমতে ইসলাম বিরোধী লেখা থেকে শিখে কিছু লিখছি না আমি । একটু ধর্য্য ধরে পুরা লেখাটা শেষ করুন । তারপর বুঝতে পারবেন বাংলাদেশের মুসলিমরা কেমন ? অত্যাচারী না শান্তিপিয় ? যে কয়দিন ভিন্নমত পড়ছি , কোনদিন ভিন্নমতকে ইসলাম বিরোধী অবস্থান নিতে তো দেখিনাই । ভিন্নমতে ইসলাম ধর্ম নিয়ে লিখেছে, আলোচনা সমালোচনা করেছে । এতে করে কারো গাত্রদাগেহর কারন কি ? নাকি ভিন্নমত থলের বিড়াল বের করেদিয়েছে তাই ? নাকি মানবতা বিরোধী কোরানের গলদ কোরামিন গুলো বের করেদিয়েছে বলে ? কোন উত্তর থাকলে জানাবেন । মানুষ হত্যার দলিল নিয়ে ঘুরবেন আবার সেটা কেউ বলে দিলে, আলোচনা করলে ফোঁস করে জ্বলে উঠবেন তাতো হয় না । ভিন্নমতে যে মুসলিমরা এই বিষয়ে সমালোচনা করেছে আশা করি তাদের জাত চলেযায়নি। একজন সঠিক শিক্ষিত মানুষের স্বরূপ ও উন্নত মানষিকতা দেখিয়েছেন মাত্র। তাদেরকে দেখে নাহয় কিছু শিখুন । আমি একজন বাংলাদেশী হিসেবে

একজন মুক্তমনের বাঙ্গালীকে জাগানো বা কিছু বলা আমার দায়িত্ব ও অধিকার। কারন সে আমার দেশ। মানুষ হিসেবে আমার আবেগ থাকবে দুঃখ থাকবে । এতে শকুন ছাড়া অন্য কারো দুঃমন্তব্য থাকার তো কথা নয় ।

উত্তর দিনতো :

শুনুন বাংলাদেশের ধর্মভীরু মুসলিমরা, ইদানিং কে কতটুকু শান্তির দায়িত্ব পালন করেছেন বলেন । সত্যিই শান্তি প্রিয় ইসলাম ধর্মের লোক হলে দিনতো এই দুটা প্রশ্নের উত্তর ।

১. আপনারা কি জানেন না বাংলাদেশে মুসলিম ছাড়াও আরো আন্যান্য ধর্মের লোক বাস করে ? যদি জেনে থাকেন তবে গত ২৯শে মে ২০০৩ উচ্চ মাধ্যমিক পরিষ্কার প্রশ্নপত্রে বরাদ্দকৃত নাস্তার ১৪ এবং প্রশ্ন নং ১৩ এ বলা হয়েছে ইদুল ফিতর সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে। এবং প্রশ্নটা বাধ্যতা মূলক। শান্তিপ্রিয় মুসলিমরা একটু বলবেন কি এটা মানষিক নির্যাতন নয় একজন সংখ্যালঘু ছাত্রের জন্য ? ? একজন সংখ্যালঘু ছাত্র কি করে জানবে ইদুলফিতর কি ?

২. ১৯৯৪ সালের শিক্ষা কারিকুলাম ঢেলে সাজাবার মানসে বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্বে দুটি বই রাখা হয়েছে, এই দুটি বই (I) আমি কেন ইসলাম গ্রহন করলাম (II) ৫০ জন অমুসলিম মহিলার ইসলাম ধর্মগ্রহন ও তাদের ইমান দীপ্ত কাহিনী পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । কেন করেছেন বলবেন কি ? এটা কি সুক্ষ ভাবে একজন সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রীকে বিভ্রান্ত করার কৌশল নয় কি ?

আপনারা কোন দিন পার্বন করবেন কোনদিন হাসি তামাসা করবেন ধর্মীয় ভাবে সেটা আপনাদের বিষয়, এগুলো আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া কেন শান্তির !! ধর্মালম্ভীরা !!?!! কে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করল, বা ৫০ জন কেন ৫০০ জন মহিলা মুসলিম হলো তাতে আমাদের কি ? শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনাদের লাগতে পারে এই সমস্ত গালগল্প পড়ার জন্য । এছালামী জোশে আপনারা মত্ত থাকতে পারেন, আমাদের উপর এই মানষিক অত্যাচার কেন ? বলবেন কি ? আরো একটা কথা মনে করিয়ে দেয়া দরকার, আজকের বাংলাদেশের মুসলিমরা তো বাংলা নিজের ভাষা সেই কথাই স্বীকার করতেন না, তো আজ কেন বাংলার জন্য এত দরদ ? আমরা আজকের সংখ্যালঘুরা ছিলাম বলেই তো আজকে বাংলা ভাষা নিজের করে পেয়েছেন । বাঙ্গালী মুসলিমরা আপনারা শিক্ষিত হয়েছেন কবে থেকে ? পড়ালেখা করছেন কবে থেকে ? ১৯৩০ সালের আগে পর্যন্ত আপনাদের শিক্ষিতের হার কত ছিল ? জানেন ? আমি বলছি, আপনারা শিক্ষিত ছিলেন মাত্র ৮.৩০%। এই সামান্য হারের মানুষ যখন শিক্ষিত হতো তারাও চলে যেত বাংলা ছেড়ে কলকাতায়। রাতারাতি মুসলিম এলিট শ্রেণীতে ওঠার জন্য বাংলা ভুলে গিয়ে উর্দু ভাষা চালু করতেন বাড়ীতে । অফিস আদালতে রাস্তায় উদ্দুতেই কথা বলতেন। ভুলেগেছেন ? এই সমস্ত গাঁজাখোরী, কে কেন মুসলিম হলো বা কয় জন মেয়ে মুসলিম হলো এই গুলো পড়ে আপনাদের শিক্ষা হতে পারে, যেহেতু নতুন শিক্ষিত হচ্ছেন, আমাদের নয়। আমাদের চাই সত্যিকারের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অভ্যস্ত । বর্তমান সরকারের আমলে ২৪ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কোন সদস্য নাই। কেন নাই কেউ কি বলবেন ? নাকি আপনাদের এই জোশ মাখা বই চালাবার জন্য ? যদি বলি আপনাদের ধর্মই বিষধর সাপের মতো আপনাদেরকে ছোবলমেলে করেছে , তা কি বেশী বলা হবে ? এই বিষে জ্ঞান হারিয়ে আমাদের উপর বর্বরতা চালাচ্ছেন। এ কি আমরা সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন নয় ?

ছুঁয়ে দেখা গল্প...

আমার গ্রামের বাড়ী মোটামুটি বড় এক গ্রামে । বেশ কিছু লোকের বাস । বৌদ্ধ ধর্মীয় নিয়ম আনুসারে আষাঢ়ী পূর্নিমা থেকে আশ্বীনি পূর্নিমা পর্যন্ত এই তিন মাস বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রামন গন বিহারের (বৌদ্ধ মন্দির) মধ্যেই অবস্থান করেন । এই অবস্থানকে বলা হয় বর্ষাবাস । বর্ষাবাস চলাকালীন কোন ভিক্ষু বা শ্রামন বিহারের

বাইরে রাত্রি যাপন করেন না, একান্ত কোন সমস্যা না হলে। এই তিন মাস একাক্রমে বসবাসের কারন হলো ভিক্ষুরা নিজ নিজ এলাকার সাধারন বৌদ্ধ নর নারীকে ধর্মোপদেশ দেন নিয়মিত ভাবে। বুদ্ধ বাক্য, উপদেশ দান করে থাকেন ভিক্ষুরা। বছরের বাকী সময়েও এই ধর্মদেশনা দান করলেও এই তিন মাস বাধ্যতা মূলক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর জন্য। আর শ্রামন, বাংলাদেশে প্রচলিত কথার টানে বৌদ্ধরা শ্রামন বললেও প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ ধর্মীয় ভাষা পালি ভাষা অনুযায়ী উচ্চারণ হয় শ্রামন। শ্রামন মানে যিনি ভিক্ষুত্বের পূর্ব সময়ে শিক্ষানবিশী হিসেবে থেকে বুদ্ধ নির্দেশিত দশ শিক্ষা পালন করেন। আর ভিক্ষু উপসম্পদা গ্রহন করার জন্য একজন বৌদ্ধ বা শ্রামনকে অবশ্যই বিশ বছর পূর্ণ হতে হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমার মতো আষাঢ়ী পূর্ণিমাও আমরা বৌদ্ধদের পর্ব দিন। আনন্দের দিন। এই পূর্ণিমার রাতে আমরা ফানুষ ওড়াই। ফানুষ উড়ে চলে যায় বিভিন্ন দিকে। তবে কারিগরী ত্রুটির জন্য কিছু কিছু ফানুষ বেশী দূর যায় না। কিছুটা উড়েই পড়ে যায়। আর এই পড়ে যাওয়া ফানুষ গুলোকে ধরতে বিভিন্ন লোক জড়ো হয়। বিশেষ করে আমাদের পাশের গ্রামের ছেলে বুড়োরাই বেশী উৎসাহী হয় ধরতে। পাশের গ্রাম যেটা বললাম সেটা ও আমাদের প্রায় কাছাকাছি সংখ্যক মানুষের বাস। মুসলিম গ্রাম। শিক্ষিত বলতে গোটা চল্লিশ জন মেট্রিক পাশ ছিল কিনা সন্দেহ। হয়তো ইদানিং পড়ালেখা করছে। তো যাক যে কথা বলছিলাম তাই বলি। একবার আশীনি পূর্ণিমায় বর্ষাবাস শেষের রাতে আমরা প্রায় প্রতি বাড়ী থেকে, আবার কেউ কেউ পাড়ার বিহার থেকে ফানুষ উড়াচ্ছি। কিছু কিছু ফানুষ উড়েচলে যাচ্ছে আবার কিছু কিছু পরে যাচ্ছে। যে গুলো পরে যাচ্ছে সেই গুলো ধরার জন্য আমাদের প্রতিবেশী মুসলিম পাড়ার লোকেরা ও আমাদের পাড়ায় ঢুকে বিভিন্ন যায়গায় অবস্থান নিল। উদ্দেশ্য ফানুষ ধরা হলেও কিছুক্ষন পরে আমরা টের পেলার তাদের আসল উদ্দেশ্য। আমাদের সেই উৎসবের দিন তারা আমাদের পাড়ার তিন জন মেয়েকে শ্লিলা হানির মুখোমুখি নিয়ে যায়, ভাগ্য ভালো সেই দিন পাড়ার প্রায় সবাই সজাগ ছিল, তাই আমরা কোন ভাবে উদ্ধার করি আমাদের সেই বিপদে পতিত প্রতিবেশীনিদের। এই জন্য পরে অনেক শালীস বিচার বসে। কিন্তু ফলাফল শূন্য। উল্টো আমাদের সিনিয়র কিছু লোককে অপমান করে। আরো কয়েক বছর গেলো। এক সময় আমাদের বৌদ্ধ বিহারের মাইক বাজানো নিয়ে আপত্তি তোলে। আমাদের বিহার থেকে মাইক বাজাতাম সকাল বিকাল দুইবার বড়জোর ২৫ থেকে ৩০ মিনিট। আমাদের পাড়ার মাইকের শব্দ তাদের গ্রামে ঠিকমতো শোনা যায় না। এই সময়টায় আমাদের বিহারের ভিক্ষুরা বুদ্ধ নির্দেশিত সূত্র পাঠ করতেন। এলাকার চ্যায়ারম্যান সহ মিলে আমাদেরকে আর মাইক বাজাতে দিল না। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা মাইক বাজাই রেডিওর মতো করে। কারন আমরা আজানের শব্দ শুনতে পারবো, কিন্তু মুসলিমরা আমাদের বৌদ্ধ ধর্মীয় সূত্রপাঠ শুনলে নাকি তাদের ধর্মীয় ভাবে ক্ষতি হয়। কান নাকি নাপাক হয়ে যায়। মূল কথা ভিন্ন ধর্মের কিছু দেখলে শুনলে নাকি মুসলিমরা মরে নরকে যাবে।

উপরের ঘটনাটা আমাদের গ্রামের উত্তর পাশের গ্রামের সাথে। এবারের ঘটনাটা আমাদের গ্রামের পরে হিন্দু গ্রাম এর পরের গ্রামে। অখ্যাৎ দুই গ্রাম পরে। সেই গ্রাম থেকে কিছু কিছু ছেলে মেয়ে আমাদের গ্রামের স্কুলে এসে পড়ালেখা করতো। তাদের একজন নবীন রফিক। আমরা একসাথে পড়তাম। তাদের গ্রাম ও বেশ বড়। অনেক ছেলে মেয়ে। কিন্তু পড়ালেখা করতো মাত্র কয়েকটি ছেলে মেয়ে। প্রায় সবাই কৃষিজীবী। নবীনের বাবা কোর্টে কাজ করতেন। তার আরো একভাই ও একটি মাত্র বোন আমাদের স্কুলে পড়তো। প্রথম য়েবার নবীনের বাড়ী যাই তখন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। সেবার আমরা দল বেঁধে প্রায় ৬/৭ জন সহপাঠী নবীনের বাড়ী যাই ঈদের সেমাই খেতে। আশে পাশে বেশ কিছু ভালো বাড়ী থাকলেও নবীনদের বাড়ী তেমন ভালো নয়। মোটামুটি ধরনের গ্রামের বাড়ী। যাহা ছিল তাতেই পরিপাটি করে সাজানো গোছানো এক ভদ্র লোকের বাড়ী। বেশ ধানি জমিও নাকি ছিল তাদের। তবে নবীনের বাবা মা শিক্ষিত। তার বাবা মা দুজনেই পাকিস্তান আমলের মেট্রিক পাশ। বলার কারন হলো তাদের গ্রামের একমাত্র শিক্ষিত পরিবার। আরো জেনেছিলাম তাদের গ্রামে আরো ৩টি শিক্ষিত পরিবার ছিল, তারা কেউ কেউ কলকাতায়, আবার কেউ ঢাকায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করতো। গ্রামের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ নাই বললেই চলে। স্কুল জীবনের বাকী সময়ে আরো অনেক বার আমি নবীন রফিকের বাড়ী যাই। একসময় জানলাম নবীনরা তাদের গ্রামে একঘরে। তাদের সাথে কেউ মিশেনা। কারন হিসেবে জানলাম, নবীনের বাবা মা কেউ নামাজ পড়ে না, নবীন ও তার

ভাই বোন কে কোনদিন মাদ্রাসায় পাঠায়নি। যারা ধর্ম মানেনা তাদের নাকি মুখ দেখা ও পাপ। তাছাড়া, নবীন রফিক, প্রবির সফিক, লিপি বাকীটা কিষেন ছিল এই মুহুর্তে ভুলে গেছি এই গুলো হিন্দু মার্কা নাম। যারা ধর্মের ধার ধারে না তাদের সাথে কি মেশা যায়? এই সুদ্রেই নবীনরা একঘরে। সে যাই হোক, আমাদের স্কুলের কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে আমরা অনেকটা আত্মীয়ের মতো হয়ে গেলাম। নবীনরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতো হয়তো তাদের আত্মীয় বাড়ীতে গিয়ে নয়তো তাদের নিকটাত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করে এনে এবং সাথে আমরা বন্ধুরাও থাকতাম। আমরা কয় জন বৌদ্ধ, হিন্দু বন্ধুরা ও আমাদের উৎসব পার্বনে তাদের নিমন্ত্রণ করতাম। হাই স্কুলের সেই পাঁচ বছর আমরা খুব কাছের ছিলাম একে অন্যের। নবীনের মায়ের কথা মনে হলে একটি কথা বলতে হয়, মায়ের কোন জাত নাই। মা শুধু মাই। মাতৃসুলভ কত যে আদর পেয়েছি আমরা কাকীমা থেকে তাহা বলে শেষ করতে পারবো না। আজো কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। আমরা যে বছর ইন্টারমিডিয়েট পড়ি সেই বছর নবীনের বাবা সব সম্পত্তি নাকি ভাগ করে দেন তারা ভাইবোনদের মাঝে। এমনকি কাগজ পত্র পর্যন্ত আলাদা করে দেন। যেহেতু একঘরে, তাই নবীনের বাবা মা মরলে কোথায় কবর দেবে তার জায়গাও ঠিক করে রাখেন। ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরিক্ষা দিয়ে আমরা রেজাল্টের অপেক্ষায়। একদিন সকালবেলা নবীনের বাবা নাকি পাড়ার কিছুকিছু মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলে আসলেন। উনাকে যে যায়গায় কবর দেবার কথা ছিল সেই যায়গাটা উনি নিজের হাতে পরিষ্কার করলেন। দুপুরে খেয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে বেশ কিছুক্ষন আলাপ আলোচনা করলেন। বিভিন্ন উপদেশ দিলেন। নবীন আমাদের সাথে আড্ডাদিতে আসার জন্য চাওয়ায় তাকেও নাকি বললেন একটু পরে যাস। তারপর তার বাবা দুপুরে ঘুমাতে গেলেন। বিকাল বেলা চা খেতে ডাকার জন্য যখন তার বোন মিলি ডাকতে গেলো তখন সব শেষ। নবীনের বাবা মারা গেলেন সেই দিন। তারপর পাড়ার মানুষ যারা একসময় নবীনদেরকে একঘরে করে রেখেছিল সেই তারাই কান্নাকাটি শুরু করলেন। বলতে দেখেছিলাম হায়রে আমরা কতবড় এক পীর আউলিয়াকে হারিয়ে ফেললাম যে নাকি নিজের শেষ যাত্রার জন্য সবকিছু নিজের হাতে ঠিক করে রেখে গেছেন। বিভিন্ন গ্রামের মানুষের ঢল দেখে আমরাও বিস্মিত হয়েছিলাম। তারপর অনেক খোশ গল্প রচনা হলো নবীনের বাবাকে নিয়ে। আরো কিছুদিন পরে নবীনরা তাদের কিছু জায়গাজমি বিক্রি করে লোকাল শহরের কাছে কোন এক গ্রামে ঠাই করে নিয়েছিল।

নবীনদের গ্রামে যাবার আগের গ্রাম হিন্দু গ্রাম। আমাদের গ্রাম থেকে দুরত্ব বলতে মাঝখানে একটা বিল। বিলের এই পাড়ে আমরা আর ঐ পাড়ে ফনিরা। সেই গ্রাম থেকেও কিছু ছেলে আমাদের স্কুলে পড়তো। তাদের একজন ছিল ফনি। ফনি ভুসন পাল। অর্থাভাবে নিজ বাড়ীতে থেকে পড়া হয়নি ফনির। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর ফনি তার বাকী পড়ালেখা শেষ করে কোন এক আশ্রমে থেকে। '৯২ সালের শেষ দিকে দেশে গেলাম। তখন বাবরী মসজিদ ভাঙ্গাভাঙ্গি নিয়ে ভারতে ও বাংলাদেশে বেশ সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে। ফনিদের পাড়ায় বেশ কয়জন জোতদার লোক ছিল। তাদের জমিতে বিভিন্ন লোকে চাষবাস করে চলতো। এমনই একজন ছিল ফনিদের প্রতিবেশি গ্রামের লোক। নাম জানতাম না। এখনো জানি না। ফনিদের পাড়ার বিষু মহাজনের কাছথেকে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করতেন। তবে উনার একছলে সান্তার আমাদের স্কুলে সাত ক্লাস পর্যন্ত পড়ালেখা করেছিল। সেই সুত্রে সান্তার কে চেনা। ফনিদের পাড়ায় কিছু মানুষের পারিবারিক পূজা করার মন্দির থাকলেও তাদের পাড়ায় একটা সার্বজনীন মন্দির ছিল, যেখানে ফনিরা তাদের ধর্মীয় বড় অনুষ্ঠানাদি করতো। একদিন বিকালে আমরা উঠানে বসে আড্ডা দিচ্ছি বাড়ীর সবাই মিলে। তখন হঠাৎ হৈ চৈ এর শব্দ শুনে বাড়ীর বাইরে রাস্তায় এসে দেখলাম হিন্দু পাড়ার দিকে আগুন জ্বলছে আর লোকে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে। আমরা ভাবলাম হয়তো কারো বাড়ীতে আগুন লেগেছে। তাই সেই দিকে এগিয়ে গেলাম। খুব কাছাকাছি যখন পৌঁছলাম তখন আর বুঝতে বাকী ছিল না। আমাদের অস্থিত্ব টেরপেয়ে তারা আট দশটি ফাঁকা গুলির শব্দ করলো। তারপর আমরা থেমে গেলাম। দুর থেকে লক্ষ্য করলাম, সান্তার বা নবীনদের গ্রাম থেকে মানুষজন এসে ফনিদের পাড়ার সব মন্দির ভাঙ্গলো, আগুন দিল। তাদের সার্বজনীন মন্দিরটাও আগুনে পুড়িয়ে দিল। পাশাপাশি প্রায় ১৫/২০ বাড়ীতে আগুন দিল। আর যার কাছে যা পেয়েছে সব দিনের আলোতে কেড়ে নিয়ে গেলো। কয়েকটি যুবতী ও গৃহবধুর শ্রীলতাহানি

ও করেগেলো । সেই মিশনে সান্তারকেও দেখলাম, অনেক মোটা সোটা হয়েছিল, কাঁধে একটা বন্দুক ঝুলছিল। আমরা খুব কাছে থেকে স্বচক্ষে দেখলাম অথর্বের মতো দাড়িয়ে দাড়িয়ে । কিছু করতে পারিনি, কোন সাহায্য করতে পারিনি । বন্দুকের সামনে যাবার মতো আমাদের তেমন সাহস ছিলনা সেইদিন। পরে যখন মুসলিম পাড়ার লোকজন চলে গেলো তখন আমরা গিয়ে প্রতিটা বাড়ী বাড়ী গিয়ে দেখলাম। এলাকার চেয়ারম্যান জাহাঙ্গিরকে জানানো হলো । সে এসে বলেছিল নাকি, এটা সারাদেশে হচ্ছে। তোরা একটু চুপ থাকা। আমার কিছু করার নাই । তার পর থেকে ফনিদের পাড়ায় চুরি ডাকাতি হতো নিয়মিত। ধানি জমি দখল করে নিয়েছে অনেকের। কারো কারো এমন কি আমাদের ও অনেক লোকের জমির ফসল কেটে নিয়েগেছে অনেক বার। আজকের ফনিদের গ্রাম বলতে গেলে মানুষ শূন্য । যাদের সামথ্য ছিল তারা ভারতে চলে গেছে । যাদের একটু কম তারা শহরে বন্দরে আশ্রয় নিয়েছে।

এরকম অনেক অনেক কাহিনী । বলে শেষ করা যাবে না । আবারো বলছি, কেউ কোন বিশেষ ধর্ম পালন করলে আমার কি ? কিন্তু কারো সেই বিশেষ ধর্ম যদি আমার ক্ষতি করে আমি না বলে কি চুপ করে থাকবো? কাউকে বলছিনা বিশেষ ধর্ম পালন না করুন । বলছি বিশেষ ধর্মের জোশটা আমাদের উপর না দেখিয়ে আপনারা নিজে নিজে ভোগ করুন । তাতে অন্তত আমরা একটু শান্তিতে থাকতে পারি । শেষ করার আগে আরো একটি কথা বলবো। বাংলাদেশের গত ১৮ বছরের রাজনীতির প্রেক্ষাপট দেখুন, দেখতে পাবেন আপনারা কি পরিমান ধর্মীয় জোশে আক্রান্ত হয়ে আমাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন । তবুও আপনারা সুদিন আসছে ধীরে ধীরে। বাংলাদেশ আপাততঃ অর্ধ তালেবানীতে অবস্থান করছে। পুরো তালেবানী সরকার আসতে আর বেশী দেরী নেই। এই কথা অন্তত আজকের বাংলাদেশের সিংহ ভাগ মানুষের কাজ ও মন মানষিকতার বহিপ্রকাশে দেখা যাচ্ছে। সেই দিন আমরা সংখ্যালঘুরা যে কয়জন দেশে থাকবো হয়তো আমাদেরকে পরিপূর্ণ উচ্ছেদের সময় কিছু লোককে মেরে শুকিয়ে জাতীয় যাদুঘরে দেয়ালের সাথে টাঙ্গিয়ে নিচে লিখে দেয়া হবে “এই হলো সংখ্যালঘু কাফের যারা একসময় বাংলাদেশে বাস করতো” অথবা বিরল প্রজাতির মনুষ্য যারা আগে বাংলাদেশে বাস করতো । কিন্তু এখনো সময় আছে, বিশ্ব বিবেকের , সমাজের কাছে ধিকৃত, বিতারিত হবার আগে আর একবার ভাবুন, কি বিশ্ব সমাজের সাথে বাস করবেন নাকি তালেবান হবেন ? মনে রাখবেন বাস্তব পৃথিবী তার কোন অংশ খালি থাক সেটা পছন্দ করে না । সে তার প্রাকৃতিক নিয়মে পুরিয়ে নেবে ।

পৃথিবীর সবাই সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক ।

সবাইকে ধন্যবাদ।

[digonto\\_b@hotmail.com](mailto:digonto_b@hotmail.com)